Name of Study Area: Urban
Data type: IDI with Household
Length of the interview/discussion: 46:48 min.
ID: IDI_AMR304_HH_U_18 July 17

Demographic information:

Gender	Age	Education	Healthcare decision maker or caregiver	Income	Ages and gender of children living in HH	Ages and gender of older adults living in HH	Ethnicity	Family Members
Female	33	Class-IX	Caregiver	15,000 BDT	1 Year-Female	NO	Bangali	Total=3; Child-1, Wife (Res.), Husband.

প্রশ্নকর্তা: কেমন আছেন?

উত্তরদাতা: এখন ভাল আছি।

প্রশ্নকর্তা: আমার নাম হচ্ছে .... , আমি আসছি কলেরা হাসপাতাল থেকে, আমরা ওখানে এন্টিবায়োটিকের ব্যবহার নিয়ে এই গবেষণা কাজটা করছি। একটু বলেন আপনার পেশা কি?

উত্তরদাতা: আমার পেশা আমি গৃহিণী।

প্রশ্নকর্তা: হুম, এখানে কতজন থাকেন এই পরিবারের মধ্যে?

উত্তরদাতা: এক পরিবারে আমরা তিনজন থাকি আর পাশের রুমে থাকে দুইজন।

প্রশ্নকর্তা: ও, আপনারা এক সাথে খাওয়া-দাওয়া করেন কত জনে?

উত্তরদাতা: তিন জনে, আমার ছোট একটা মেয়ে আমি আর আমার হ্যাসবেন্ড।

প্রশ্নকর্তা: এটা একটু বলেন এই বাড়ির মধ্যে আর কেউ এসে থাকে কিনা আপনাদের সাথে?

উত্তরদাতা: না থাকে না, পাশের রুমে তো থাকে।

প্রশ্নকর্তা: পাশের রুমে কি ওরা আলাদা পরিবার?

উত্তরদাতা: ওরা আলাদা পরিবার।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। কিন্তু আপনাদের এই তিন জনের সাথে রাতের বেলা আর কেউ এসে থাকে কিনা?

উত্তরদাতা: আর কেউ থাকে না, এই তিনজনেই থাকি।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। ধরেন মাঝে মাঝে আছে কিনা?

উত্তরদাতা: মাঝে মাঝে আত্মীয়-স্বজন আসে আমার দেশের বাড়ি থেকে। আমার ননাস, শ্বাশুড়ি এরা আসে, মাঝে মাঝে হয়তো এসে থাকে আবার চলে যায়।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, কয়েকদিন থেকে যায়।

উত্তরদাতা: হুম।

প্রশ্নকর্তা: আর পরিবারে আপনাদের ইনকাম করে কতজন?

উত্তরদাতা: আমার পরিবারে ইনকাম করে মূলত আমার সাহেবই মানে স্বামী একা ইনকাম করে। আমরা ভিন্ন মানে আমার শ্বশুড়-শ্বাশুড়ি থেকে আমরা আলাদা আর উনি কাজ করে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। ইনকামের মধ্যে আপনার স্বামী শুধু ইনকাম করে। উনি কি কাজ করে?

উত্তরদাতা: উনি মেরিন ইনজ্ঞিনিয়র মানে জেনারেটর মিস্ট্রি।

প্রশ্নকর্তা: মেরিন ইনজিনিয়র?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ, জেনারেটর মিস্ট্রি।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, জেনারেটর যে ঠিক করে সেরকম?

উত্তরদাতা: হু, মেরামত করে বা ঠিক করে।

প্রশ্নকর্তা: হু হু, তো উনার ইনকামটা একটু বলেন? উনি কিভাবে ইনকাম করেন? মান্টলি নাকি অন্য ভাবে?

উত্তরদাতা: উনার গরমকালে ইনকামটা একটু ভাল হয় আর শীতকালে কম হয় যেটা চলে কিন্তু প্রায় না চলার মত।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। তাহলে এটা একটু বলেন উনার ইনকাম কত, মাসে? আনুমানিক বলেন?

উত্তরদাতা: মাসে এটা হয়তো ...এটা আসলে কাজের উপর নির্ভর করে বড় কন্ট্রাক্ট আসলে ১০-২০ হাজার আর হয়তো ছোট হলে সেটা ৫-৭ হাজার হয়। কোন মতে খাওয়া-দাওয়া নিয়ে বাসা ভাড়া দেওয়া এই আরকি।

প্রশ্নকর্তা: তো এটা একটু হিসাব করে একটু বলেন? এই ইনকামটা মাসে তাহলে কত হয়?

উত্তরদাতা: আপু দেখেন, ও ছেলে মানুষ টাকা-পয়সা সে ইনকাম করে আবার এই বিষয়ে সব হিসাব তো আর আমাকে দেয় না আর সংসারে যেটা দেখি আরকি, হয়তো বা উনার কাছে ১০ হাজার বা ২০ হাজার টাকাই দেখি আর বেশি টাকা পয়সা তো উনার কাছে দেখি না।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। তাহলে মাসে কত হবে?

উত্তরদাতা: হবে ১০/১৫ (হাজার) এরকমই হবে। ১৫ হাজার হবে।

প্রশ্নকর্তা: হু, ১৫ হাজার হবে। তাহলে এই বাড়ি তো আপনাদের ভাড়া একটু আগে বললেন ভাড়ার কথা। তাহলে এখানে কত ভাড়া দিতে হয়?

উত্তরদাতা: অমার এই রুমটা ছোট তো আর পাশের রুমটা বড় এই রুমের জন্য আমাদের দিতে হয় ৪,৫০০ টাকা।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, আর অন্যান্য?

উত্তরদাতা: অন্যান্য সব মিলে ৪,৫০০ টাকা, হয়তো ১০০/২০০ টাকা বেশি যায় বেশি না, পুরা ৫০০০ টাকা হয় না।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। রান্ন ঘর আর বাটরুম তো দেখলাম একটা করে।

উত্তরদাতা: হুম, একটা করে আছে, তবে দুইটা চুলা আছে।

প্রশ্নকর্তা: এগুলো শুধু কি আপনারা ব্যবহার করেন?

উত্তরদাতা: আমার পাশের রুমে যারা আছে উনারাও রান্ন করে।

প্রশ্নকর্তা: তাহলে উনাদের সাথে শেয়ার করেন রান্নাঘর আর বাথরুম, দুইটাই শেয়ার করেন?

উত্তরদাতা: হু, দুইটাই।

প্রশ্নকর্তা: আপনাদের ঘরে আর কি কি আছে?

উত্তরদাতা: আমার রুমে তো কিছু নেই আপু।

প্রশ্নকর্তা: এই যে এগুলো দেখা যাচ্ছে- একটা ফ্রিজ, একটা টিভি।

উত্তরদাতা: আমার রুমে যা ছিলো সেগুলো ফেলে দিয়েছি ছাড়পোকার জন্য।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা

উত্তরদাতা: আবার নতুন করে করতে হবে।

প্রশ্নকর্তা: হু হু, এটা একটু বলেন, এখন এই তিনজনের মধ্যে সবাই কেমন আছেন?

উত্তরদাতা: আমি একটু অসুস্থ মানে ইদানিং আমি ৩ বছর ধরে অসুস্থ বোধ করছি, আমার ডাইবেটিস সমস্যা দেখা দিয়েছে। তারপরে এক বছর বাদে আমার মেয়েটা পেটে আসছে, মেয়ে পেটে থাকা কালীন গায়ে ইনঞ্জেকশন দিচ্ছি, আর এখন মেয়ের এক বছর হইছে এখনো দিচ্ছি। তারপরে বলেছে বুকের দুধ খাওয়া পর্যন্ত এই সুই দিতেই হবে। দুধ ছাড়লে এই সুইটা বন্ধ করতে হবে, তখন অন্য ঔষুধ খাওয়াবো আর কি।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা,

উত্তরদাতা: তো এখন এই ডাইবেটিসের জন্য খারাপ বোধ করি, শরীর খারাপ লাগে, হাত-পা জ্বালা-পোড়া করে, এজন্য একটু ভাল থাকি না। এই ভাল আবার এক সপ্তাহের মধ্যে আবার হয়ে যায়।

----------০৫:১২

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা, এখন তো সুস্থ আছেন?

উত্তরদাতা: এখন কিছুটা সুস্থ আবার কিছুটা সুস্থ না থাকার মতই। এই কিছুদিন আগে আবার হাত ভেঙ্গে গিয়ে একটু খারাপ অবস্থা ছিলো, কাল আবার ব্যান্ডেজ খুলে নিয়ে আসছি, এখন একটু ভাল আছি।

প্রশ্নকর্তা: আর বাকি দুই জন? আপনার স্বামী এবং মেয়ে?

উত্তরদাতা: আমার সাহেব (স্বামী) ভালোই আছে। কোন অসুখ নাই।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, কোন অসুখ নেই।

উত্তরদাতা: আমার মেয়ে জ্বর হয় তখন এই যে নাপা খাওয়ায় দিই ভাল হয় আবার জ্বর আসে এরকম হয় ছোট বাচ্চা তো তাই।

প্রশ্নকর্তা: এখন কেমন আছে?

উত্তরদাতা: এখন ভাল আছে।

প্রশ্নকর্তা: মেয়েও ভাল আছে।

উত্তরদাতা: কিছু দিন আগে জ্বর আসছিলো এই ঈদের একদিন আগে, অসুস্থ ছিলো।

প্রশ্নকর্তা: তো এখন কি কোন ঔষধ খায়?

উত্তরদাতা: এখন না। এখন আর ঔষধ খায় না।

প্রশ্নকর্তা: এটা একটু বলেন এই তিন জনের ছোট পরিবারে কখন কে অসুস্থ হয় এটা কিভাবে জানতে পারেন? এই যে প্রতিদিন কাজ করতে গিয়ে আপনি নিজেও কাজ করেন আবার ভাইও কাজ করে। আর মেয়ে তো আছেই আপনার সাথে সাথে, তো কিভাবে বুঝতে পারেন যখন এরা অসুস্থ হয়?

উত্তরদাতা: এটা বুঝা যায় তো যখন শরীরটা খারাপ করে এটা নিজেই বুঝতে পারি, যেমন- আমার এই রকম লাগতেছে আবার এরকম সিটুয়েশনে যাচ্ছি। তো এভাবে বুঝতে পারি আমার শরীরটা আগের মত আর ভাল নেই। তারপর মেয়ের কথা বলতে গেলে মেয়ে রাতে শোয়ার সময় ভাল ছিলো সকালে দেখি গা অনেক গরম করতেছে, কপালটা অনেক গরম, তখন বুঝতে পারি মেয়েটার জ্বর আসছে, আর তখন দেখা গেলা মাথায় হালকা পানি দিয়ে দিই এবং ঔষধ খাওয়ায় দিই।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, এভাবে আপনার মেয়েরটা বুঝতে পারেন এখন আপনার স্বামীরটা কিভাবে বুঝতে পারেন?

উত্তরদাতা: আমার সাহেব (স্বামী) মোটামুটি ভাল আছে, উনার অসুখ হলে উনি ঔষধ খায় নিজে নিজে আর মাথা ধরলে (মাথা ব্যথা) উনি নিজে নিজে বরি (ট্যাবলেট) খায়, তো উনি ভাল আছে।

প্রশ্নকর্তা: তো এরকম যদি কেউ অসুস্থ হয়ে যায়, অসুস্থ হয়ে গেলে তখন আপনি কার কাছে যান?

উত্তরদাতা: মেয়ের জ্বর আসলে প্রথমত আমি হাসপাতালে যায়, ওই সময় ওখানে ডাক্তার বসে উনাদের সাথে কথা বলি, উনারা যদি প্রেসক্রিপশন করে দেয় ঔষধ খাওয়ায় আর যদি (সুস্থ) না হয় তাহলে প্রাইভেট ডাক্তার দেখায় উনাদের সাথে কথা বলে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, মেয়ের জন্য।

উত্তরদাতা: আর আমার ডাইবেটিসের জন্য আমি ডাইবেটিস আলাদা ডাক্তার ধরি, উনার সাথে কথা বলে আমি ঔষধ খায়।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা এটা তো হলো মেয়ের যখনই অসুখ হয়, ধরেন জ্বর আসলো তখন আপনি কি করেন? কোথায় যান?

উত্তরদাতা: তখন আমি হাসপাতালে যায়।

প্রশ্নকর্তা: কোন হাসপাতালে যান?

উত্তরদাতা: এই এখানে স্টেশন রোড টঙ্গীতে।

প্রশ্নকর্তা: ওই যে ওখানে একটা সরকারি হাসপাতাল আছে দেখেছি।

উত্তরদাতা: হুম, ওখানে আমি যায়, সরকারি হাসপাতালে।

প্রশ্নকর্তা: ওখানে আপনি কখন কখন যান?

উত্তরদাতা: আমি ওদের (ডাক্তার) সাথে কথা বলে ঔষধ খাওয়ায়।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। অন্য কোথাও যান আবার?

উত্তরদাতা: না অন্য কোথাও যায় না। যখন দেখি হচ্ছে না তখন ম্যডাম বা স্যারের সাথে কথা বলে তখন ভাল প্রাইভেট ডাক্তার দেখায় আবার ঔষধ আনি। ওই একই ঔষধ দেয় ম্যডাম বা স্যার যে ঔষধ লিখে দেয় প্রাইভেট ডাক্তারও সেই একই ঔষধ লিখে দেয়।

প্রশ্নকর্তা: তাহলে আপনি সরাসরি সরকারি হাসপাতালে যান যখনই যেরকমই অসুস্থ হোক।

উত্তরদাতা: তখন আমি ডাক্তারের সাথে কথা বলে ঔষধ খাওয়ায়।

প্রশ্নকর্তা: এটা হলো আপনার মেয়ের জন্য। এখন আপনার নিজের কথা বলেন? নিজে যখন জ্বর হয় বা সামান্য বা প্রাথমিক অবস্থায় মানে অসুখ হলে আপনি কোথায় যান শুরুর দিকে?

উত্তরদাতা: আমি জ্বর আসলে, সাধারণত আমার জ্বর আসে যেহেতু ডাইবেটিস আসে তাই জ্বর মাঝে মাঝে আসে আর জ্বরটা বিকাল করে বেশি আসে আবার রাতে বেশি আসে তখন শুধু প্লেন নাপাটা খায়। আর যখন আমি ডাইবেটিস পরীক্ষা বা রক্ত পরীক্ষা করি, আমি ১৫ দিন পর পর রক্ত পরীক্ষা করি। আগে যেতাম এখানেই সামনে নি যেন নাম, এটা রাস্তার এই দিকে কিন্তু কোথায় যেন ভাল বলতে পারি না, এটা আমার সাহেব (স্বামী) চিনে। শুধু বাঁধন লেখা আছে, শুধু ডাইবেটিসের জন্য। অন্য কোন রোগী দেখে না শুধু ডাইবেটিস রোগী দেখে। ওখানে গিয়ে রক্তটা দিই খাওয়ার আগে একবার আর খাওয়ার পরে একবার। উনাদের সাথে কথা বলার পরে ইনসুলিন কত দিতে হবে এটা উনারা লিখে দেয় আর আমিও সেভাবে ব্যবহারটা করি। আর অন্য ঔষধও উনি দেয় না শুধু প্লেন নাপাটা দেয় আর হাঁটাহাঁটি করতে বলে কিন্তু এই মেয়ে টার জন্য এখন আমি ঠিকমত হঁটতে পারি না। উনি সকালে উঠে যায়, কান্না করে, খাবার বানাতে হয়, তাই আর হাটঁতে পারি না।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, আর আপনার হ্যাসবেন্ডের? উনার যখন কোন অসুস্থটা হয় বা সমান্য কোন অসুখ হয় তখন কোথায় যান?

উত্তরদাতা: তখন আমার দেশের বাসা আছে নওগাঁ জেলা, ওখানে প্রাইভেট ডাক্তার বসে ওখানে গিয়ে হয়তোবা একটু বেশি শরীর খারাপ করলে ঔষধ খায়।

প্রশ্নকর্তা: ওখানে গিয়ে?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ ওখানে গিয়ে আর এখানে সে শুধু নাপা কিনে খায় জ্বর হলে। উনার ডাক্তারের কাছে যাওয়া লাগে না এবং উনার অসুখ তেমন হয় না।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, এই যে মেয়ের জন্য আপনি যে বললেন সরকারি হাসপাতালে যান আর খুব বেশি হলে প্রাইভেট ডাক্তার দেখান। তাহলে এটা একটু বলেন এই সিদ্ধান্তটা কার থাকে পরিবারের মধ্যে?

----------১০:১৪

উত্তরদাতা: পরিবারের মধ্যে সিদ্ধান্ত আমারও থাকে আবার সাহেবেরও থাকে।

প্রশ্নকর্তা: বেশিরভাগ সিদ্ধান্ত কে নেয়?

উত্তরদাতা: ওই আমার সাহেবেরই থাকে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, তাহলে উনিই নেয়। এই যে আপনি ডাইবেটিসের জন্য যেখানে যান ওখানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত কার ছিলো?

উত্তরদাতা: এটা প্রথমত, আমি জানতাম না আমার ডাইবেটিস হয়েছে। বললাম না আমার এটা তিন বছর আগে হয়েছে। তো হঠাৎ করে রোজার সময় আমার খুব খারাপ লাগতেছিলো গা-হাত-পা জ্বালা-পোড়া করতেছে অনেক ধরণের প্রবেলেম দেখা দিতেছে, চোখে ঝাপসা দেখতেছি, পিপাসা লাগে, ঘন ঘন প্রস্রাব হয়, তখন আমি উনার (স্বামী) সাথে কথা বললাম আমার তো এসব হচ্ছে তাহলে মনে হয় আমার শরীরে কোন একটা কিছু হয়েছে। উনি বললো এটা তো বলা যাচ্ছে না, হয়তো ডাক্তার দেখালে বলা যাবে। তখন আমি এই যে প্রাইভেট ডাক্তার আছে আমি উনাদের কাছে গেলাম, উনারা তখন আমাকে কয়েকটা টেস্ট দিলো রক্তের, দুইটা টেস্ট দিলে এইগুলো করে নিয়ে আসেন তারপর আমরা কথা বলবো। তখন আমি এগুলো আমার দেশের বাসায় গিয়ে করেছিলাম নওগাঁ জেলায় গিয়ে। এই রিপোর্ট নিয়ে গেলাম ডাক্তারের কাছে তখন এই রিপোর্ট দেখে উনারা বললো আপনার ওয়াফের ডাইবেটিস হয়েছে অনেক আগে এটা হয়তো আপনারা বুঝতে পারেন নি। তখন উনারা বললো এটা ডাইবেটিস ডাক্তারের সাথে কথা বলতে হবে আমরা কোন কিছু দিতে পারবো না। তখন ওখান থেকে এই ঠিকানা দিয়েছিলো এই যে এখানে ডাইবেটিস ডাক্তার বসে, ওখানে আবার ডাক্তারকে রিপোর্ট দেখালাম তখন ডাক্তার বললো আপনার কিছু নিয়ম মানতে হবে- খাওয়া কন্ট্রোল করতে হবে, হাঁটাহাঁটি করতে হবে, একটা বই দিলো, বইটা পড়বেন আর ঔষধ খায়বেন তাহলে আপনি ভাল থাকবেন। এটা এমন হবে যে নিজে কন্ট্রোল করতে পারবেন, নিজের হাতে সবকিছু, এখানে আমরা কিছু করতে পারবো না। এগুলো বুঝায় বললেন, তারপরে শুনে একটু খারাপ লাগলো খাবার কম করে খেতে হবে আর আমি ভাত একটু বেশি করে খেতাম। (হেসে)

প্রশ্নকর্তা: হু হু

উত্তরদাতা: বিকালে ফল বা এরকম অনেক কিছু খেতে আমি পছন্দ করতাম না তবে পরিমানে আমি ভাতটা একটু বেশি খেতাম। আর ছোট বেলায় আমি অনেক মোটা ছিলাম।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা।

উত্তরদাতা: তখন আমার আব্বুর ডাইবেটিস ছিলো এটার জন্য মনে হয় আমার এটা হয়েছে। এভাবে বলার পরে আমি বইটা নিলাম, আর ঔষধ দিলো কিছু তখন ওখান থেকে এই সব কিনে আমি এখানে চলে আসলাম এভাবে চলতে চলতে এক বছর হয়ে গেলো, এরপরে আমার মেয়েটা পেটে আসলো,

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা

উত্তরদাতা: তখন আবার ডাক্তারের সাথে দেখা করতে হবে যেহেতু পেটে মেয়েটা আসছে, তখন আসলে আমি কিছু ভাবি নাই। মনে করেছি কিছু হবে না মনে হয় মেয়েটা যখন পেটে চার মাস তখন আমি কোন ডাক্তার দেখায় নি বা কিছু করিনি। পরে আমার সাহেব (স্বামী) বললো যে এটা মনে হয় ডাক্তার দেখালে ভাল হয় যেহেতু তোমার ডাইবেটিস আছে পরে সেন কিছু না হয়। পরে আমি বিষয়টা ভাবলাম আর এই যে এখানে আবেদা হাসপাতালে ডা:২৫ ম্যডামকে দেখালাম তখন উনি বললেন আমরা এটা কিছু বলতে পারবো না যেহেতু আপনার পেটে বাচ্চা, কিছু ঔষধ দিচ্ছি নিয়মিত খাও আর ডাইবেটিস ডাক্তার দেখায় পরামর্শ নাও। আমরা কিছু পরামর্শ দিতে পারবো না। তারপর ওখান থেকে ঔষধ নিয়ে এসে খাওয়ার পরে আমার খুব খারাপ লাগছে, ঔষধগুলো আমার শরীরের সাথে মিলেনি।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা।

উত্তরদাতা: তখন ওই ঔষধগুলো কিছুদিন খাওয়ার পরে বন্ধ রেখে আবার ডাইবেটিস সেন্টারে গেলাম, ওখানে বললাম আমার পেটে চার মাসের বাচ্চা আর আমার ডাইবেটিস এখন কি করলে কি হয়? তখন উনারা বললো তোমার গায়ে সুই নিতে হবে আর ওই ঔষধ খাওয়া যাবে না, যে চারমাস ঔষধ খায়ছো এটা তো খুব খারাপ হইছে আর বাচ্চার পজিসনে মনে হয় খারাপ হয়েগেছে। মানে হলো বাচ্চা পেটে থাকাকালীন আমরা কোন ঔষধ দিই না এই ডাইবেটিস রোগীদের। তুমি যদি আর একটু আগে আসতে তাহলে আরো ভালো হতো। তখন আমি ঔষধটা খাওয়া বন্ধ করলাম, আর আমি ডাইবেটিসের জন্য আমি যে ঔষধটা খায়ছিলাম সেটা হলো ডাইপ্রো। তখন থেকে আমি সুই নিলাম এবং এখনো নিচ্ছি।

প্রশ্নকর্তা: তারমানে এই যে ওখানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত সেটাও তো আপনার স্বামীর ছিলো।

উত্তরদাতা: হু হু।

প্রশ্নকর্তা: এই যে আপনি অনেক ডাক্তারের কাছে গেলেন আর যেহেতু ডাইবেটিস রোগী এবং আপনার মেয়ের জন্যও যাওয়া লাগছে, যখন ওই ডাক্তাররা প্রেসক্রিপশন লিখে, সেখানে ঔষধ লিখে তখন সেই ঔষধ আপনারা কিভাবে নিয়ে আসেন, এটা একটু বলেন?

----------১৫:০৮

উত্তরদাতা: এটা কি প্রেসক্রিপশনটা কিভাবে নিয়ে আসি নাকি সেটা বুঝলাম না?

প্রশ্নকর্তা: প্রেসক্রিপশনে যে ঔষধ, সেখানে তো ৩/৪ ধরণের ঔষধ লিখে দেয়, এই ঔষধগুলো আপনারা কিভাবে নিয়ে আসেন? মানে সিদ্ধান্তটা কার থাকে?

উত্তরদাতা: সিদ্ধান্ত মনে করেন যেহেতু উপরে মালিক আল্লাহ্ ভাল করার আর নিচে মানুষ; একটা কথা আছে সবকিছুর মালিক আল্লাহ্। কিন্তু ওই স্যাররা লিখে দিয়েছে যে ঔষধ এতগুলো নিতে হবে লিখেছে এটা ফার্মাসিতে দেখায় আমরা নিয়ে আসি।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, যেটা বলছিলাম, এই যে সিদ্ধান্তটা, ধরেন ৩ ধরণের ঔষধ দিলো...

উত্তরদাতা: ওই যে ঠান্ডা লাগে যখন তখন ঠান্ডার একটা দেয়, জ্বরের একটা দেয়, আর কাশি হলে কাশির একটা দেয় মানে আলাদাভাবে তিনটায় দেয়। যখন কাশি হয় না তখন কাশির ঔষধ দেয় না তবে জিজ্ঞাস করে নেয় কাশি আছে কিনা। জ্বর থাকলে শুধু জ্বরের দেয়, হয়তো নাপা দেয় বা এইস দেয়, এ ধরণের ঔষধ দেয় এগুলো নিয়ে আসি খাওয়ায় আর ভাল হয়ে যায়। আর ভাল করার মালিক তো আল্লাহ্।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, এটা একটু বলেন যেগুলো নিয়ে আসেন...(বাচ্চার সাথে কথা)...যেটা বলছিলাম কতগুলো ঔষধ নিয়ে আসবেন? যা দিয়েছে সব নিয়ে আসবেন নাকি কিছু বাকি রেখে আসবেন? এই সিদ্ধান্তগুলো কে নেয়? ঔষধ কিভাবে নিয়ে আসেন সেটা জানতে চাইতেছি?

উত্তরদাতা: ম্যডাম যখন লিখে যতগুলো লিখে আমরা দুজনে মিলে সেইকতগুলো ঔষধ নিয়ে আসি বা খাওয়ার নিয়মটা আমরা লিখে নিই বা শুনে নিই কিভাবে খাওয়াতে হবে। আবার সে লিখেও দেয়। তার পরবর্তীতে আমি আবার শুনে প্যাকেটে লিখে নিই এবং খাওয়ায়।

প্রশ্নকর্তা: তারমানে...

উত্তরদাতা: সাহেব বাসায় থাকে না কাজে যায় রাতে আসে তখন তো আমাকে খাওয়াতে হয় তখন কিভাবে খাওয়াবো তাই আমি লিখে রাখি।

প্রশ্নকর্তা: ও আচ্ছা, কোথায় লিখে রাখেন?

উত্তরদাতা: ঔষধের গায়ে লিখে রাখি।

প্রশ্নকর্তা: সেটা কি আপনি বাসায় এসে লিখে রাখেন নাকি ওখান থেকে লিখে নিয়ে আসেন?

উত্তরদাতা: ওখান থেকেও লিখে রাখি বা প্রেসক্রিপশন দেখেও লিখে রাখি।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা

উত্তরদাতা: আমার সাহেব (স্বামী)ও হয়তো লিখে দেয়।

প্রশ্নকর্তা: ধরেন আপনাদের হঠাৎ করে ঔষধের প্রয়োজন হলো বা ঔষধ লাগলো তখন কোথায় যান আপনারা ঔষধ কিনতে?

উত্তরদাতা: ওই যে ফার্মাসিগুলো আছে ওগুলো থেকে নিই।

প্রশ্নকর্তা: কোন নির্দিষ্ট দোকান আছে?

উত্তরদাতা: না, যেখান থেকে পাই সেখান থেকে নিয়ে আসি।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। আর যখন প্রেসক্রিপশন থাকে তখন কি কোন নির্দিষ্ট দোকান থেকে নিয়ে আসেন?

উত্তরদাতা: না বোন, নির্দিষ্ট দোকান মানে এই সামনে যে ফার্মাসি পাই বা হাতের কাছে যে ফার্মাসি পাই সেখান থেকে নিয়ে আসি। কোন নির্দিষ্ট দোকান নেই যে ওখান থেকেই সব সময় ঔষধ কিনি এরকম। যখন যেখান থেকে প্রয়োজন মনে হয় সেখান থেকে নিয়ে আসি। তবে যে ভাল ফার্মাসিগুলো আছে সেগুলো থেকে নিয়ে আসি, হয়তোবা খারাপ যেগুলো সেগুলো থেকে নিয়ে আসি না।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা। এটা কি এই এরিয়ায়?

উত্তরদাতা: এই টঙ্গী থেকে।

প্রশ্নকর্তা: টঙ্গী তো অনেক বড় কোন জায়গা থেকে নিয়ে আসেন?

উত্তরদাতা: এই স্টেশন রোড থেকে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। তাহলে সর্বশেষ ঔষধ নিয়ে আসছে কার জন্য? একটু চিন্তা করে বলেন তো? এই যে তিনজন আছেন আপনারা কারজন্য ঔষধ লাগছিলো?

উত্তরদাতা: সর্বশেষ ঔষধ? মানে নিয়ে আসতে হয়?

প্রশ্নকর্তা: না নিয়ে আসছিলেন?

উত্তরদাতা: এখন?

প্রশ্নকর্তা: না, ধরেন গতকাল বা এক সপ্তাহ আগে বা দুই সপ্তাহ আগে এরকম?

উত্তরদাতা: বললাম না আমার হাতটা ভেঙ্গে গেছে এই হাতের জন্য মাঝে মাঝে মানে দু ইবা এক দিন পর পরই ঔষধ কিনা লাগছে। আমার ঔষধ কালকের আগের দিন কিনে আনছে আবার কালকে কিনতে হবে।

প্রশ্নকর্তা: ও, কালকের আগের দিন কিনেছেন আবার কালকে কিনতে হবে, মানে পরশু দিন কিনেছেন।

উত্তরদাতা: মানে যে রকম টাকা পাই সেরকম কয়েকটা করে কিনি, মানে দুই বা এক দিন পর যেন কিনতে পারি সেভাবে কিনি। আবার একবারে পুরো ডোজও কিনি, যখন যেরকম টাকা থাকে সেরকম করে কিনি।

প্রশ্নকর্তা: মানে সর্বশেষ আপনি কিনেছেন আপনার জন্য?

উত্তরদাতা: হুম।

প্রশ্নকর্তা: আর ঔষধগুলো কে কিনে আনছে?

উত্তরদাতা: আমার সাহেব (স্বামী)।

প্রশ্নকর্তা: এটা হচ্ছে আপনার হাতের জন্য? হাত কি ভাঙ্গছিলো বললেন?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ, এটা ভেঙ্গে গেছিলো।

প্রশ্নকর্তা: আর এখন কেমন আছেন?

উত্তরদাতা: এখন ডাক্তার বলেছে এক বছর লাগবে পুরো ভাল হতে, এখন ব্যথা আছে তবে ভাঙ্গা জায়গায় না অন্য দিকে চারপাশে ব্যথা করবে বলেছে এবং এটা এক সপ্তাহের মধ্যে ভাল হয়ে যাবে। কোন ঔষধ দেয়নি ঔষধ যেগুলো আছে সেগুলো খেতে বলেছে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা। এটা কত দিন আগে হয়েছে?

উত্তরদাতা: এটা হয়েছে আজসহ এক মাস হয়েছে।

----------২০:০১

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। আর বললেন গতকাল খুলেছেন?

উত্তরদাতা: হুম, গত কাল খুলেছি।

প্রশ্নকর্তা: আর এরজন্য দুইদিন আগে ঔষধ নিয়ে আসছিলেন। কতগুলো ঔষধ নিয়ে আসছিলেন?

উত্তরদাতা: ঔষধ নিয়ে আসছি মনে করেন কালকের ডোজ আর আজকের ডোজ খাবো এভাবে নিয়ে আসছি আর কালকে সকালে আবার ঔষধ নিয়ে এসে খাবো।

প্রশ্নকর্তা: হুম। আচ্ছা ভাইতো সকালে কাজে যায় তাহলে ঔষধ কিভাবে পাবেন?

উত্তরদাতা: ওই তো সকালে ঘুম থেকে উঠে ফ্রেশ হয়ে নাশতা করে আমাকে ঔষধ কিনে দিয়ে যাবে। আর না হলে আমর সকালের ডোজটা খাওয়া হবে না হয়তো বিকালে যদি ফ্রি থাকে তখন হয়তো কিনবে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। এরকম হয়। আচ্ছা যেখান থেকে আপনারা মানে যে যে ফার্মাসি থেকে ঔষধ কিনেন সেখানে কি কি ধরনের ঔষধ পাওয়া যায়?

উত্তরদাতা: ওখানে তো বড় বড় দোকান তাই অনেক ধরনের ঔষধই থাকে সেখানে। আমি তো ওভাবে জিজ্ঞাস করি না বা আমার যেটুকু প্রয়োজন সেটুকু আমি ওভাবে নিয়ে আসি। ওখানে থাকে অনেক বড় বড় দোকান, না?

প্রশ্নকর্তা: হু হু

উত্তরদাতা: সব ঔষধই উনাদের কাছে থাকে তবে বিদেশী যে ঔষধ ওগুলো থাকে না হয়তো তবে দেশী যেগুলো বা আমার ঔষধটা যেরকম সেরকম ঔষধ ওখানে পাওয়া যায়।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা।

উত্তরদাতা: আর বড় কোন রোগের ঔষধ রাখে কিনা সেটা আমি বলতে পারবো না।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। ঠিক আছে। তাহলে ঔষধ কিনার সিদ্ধান্তটা কার থাকে?

উত্তরদাতা: এখন এটা দুইজনে মিলে কিনতে হয়, সিদ্ধান্তটা দুইজনের থাকে। হয়তো আমার ঔষধটা শেষ হয়ে গেলে আমার বলা লাগে আমার ঔষধটা শেষ হয়ে গেছে বা কিনতে হবে বা আমার এই ঔষধটা খেতে হবে তখন সেটা বললে উনি সেটা এনে দেয় বা ঔষধ শেষ হয়ে গেলে উনিও মাঝে মাঝে বলে তোমার তো ঔষধ শেষ হয়ে গেছে এখন আনতে হবে। তখন উনিও এনে দেয়।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। তারমানে স্বামী নেয় সিদ্ধান্তটা?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ, উনারও থাকে আবার আমারও থাকে। আমার ঔষধ শেষ হয়ে গেছে হয়তো আমি বলি আমার ঔষধ শেষ হয়ে গেছে হাতে টাকা থাকলে আমাকে ঔষধ এনে দিও। আর উনার টাকা না থাকলে উনি বলে আর কিছু দিন দেরি করো আমার কাছে টাকা নাই আর কিছু দিন পরে আমি এনে দিতেছি।

প্রশ্নকর্তা: তারমানে সিদ্ধান্ত তো আপনার স্বামীরই থাকতেছে?

উত্তরদাতা: হুম।

প্রশ্নকর্তা: এন্টিবায়োটিক ঔষধের নাম শুনেছেন?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ।

প্রশ্নকর্তা: এটা একটু জানতে চাইতেছি, এই যে এন্টিবায়োটিক ঔষধ বলতে আপনি কোনটাকে বুঝেন?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক ঔষধ বলতে এটা কড়া ঔষধ তো। মানে এটা খুবি কঠিন ধরনের ঔষধ, এটা বেশি পাওয়ারের ঔষধ আরকি।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, এই বেশি পাওয়ারের ঔষধগুলোকে আমরা বলবো এন্টিবায়োটিক ঔষধ।

উত্তরদাতা: হ্যাঁ।

প্রশ্নকর্তা: এছাড়া আর কিছু বলবেন এই পাওয়ারের ঔষধ সম্পর্কে? এটা পাওয়ারের ঔষধ ছাড়া আর কি হতে পারে?

উত্তরদাতা: এটা আর কি বলবো।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। আপনি যতটুকু জানেন এ সম্পর্কে সেটা জানতে চাইতেছি?

উত্তরদাতা: পাওয়ার ছাড়া ঔষধ খেলে নরমাল যে ঔষধগুলো আছে সেগুলোর নাম কি বলবো...

প্রশ্নকর্তা: আমি নাম জানতে চাইতেছি না। এই যে এন্টিবায়োটিক ঔষধ বললেন একটা পাওয়ারের ঔষধ। এরকম?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ, আমি তো জানি এন্টিবায়োটিক ঔষধ হচ্ছে খুবি পাওয়ারের ঔষধ।

প্রশ্নকর্তা: এটা ছাড়া এন্টিবায়োটিক ঔষধ সম্পর্কে আর কি জানেন?

উত্তরদাতা: আর কিছু জানি না বোন এটুকুই জানি।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। এটা কেন ব্যবহার করা হয়? কেন ডাক্তার এটা দেয়?

উত্তরদাতা: হয়তো বা শরীরটা ভাল হওয়ার জন্য, তাড়াতাড়ি অসুখটা ভাল হবে এজন্য মনে হয় দেয়। এত কিছু বুঝি না, আমি লেখা পড়া তেমন করিনি।

প্রশ্নকর্তা: যতটুকু জানেন আর আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমাদের অসুখ হয় এজন্য আমরা ঔষধ খায়...

উত্তরদাতা: হুম, আগের মানুষের কত অসুখ কম ছিলো আর এখন কত বেশি অসুখ দেখি আমরা ঘরে ঘরে।

প্রশ্নকর্তা: হ্যাঁ, এরকম কম-বেশি সবাই আমরা ঔষধ খাচ্ছি এজন্য ঔষধ সম্পর্কে কিছুটা ধারণা থাকে। এই এন্টিবায়োটিক ঔষধগুলো সাধারণত কোন ধরণের অসুখের জন্য দেয় ডাক্তাররা?

উত্তরদাতা: বোন এটা আমি বলতে পারছি না। কোন ধরণের অসুখের জন্য এটা দেয় এটা আমি বলতে পারবো না।

প্রশ্নকর্তা: এই যে একটু আগে পাওয়ারের ঔষধ বললেন এগুলো ডাক্তাররা কেন দেয়? ধরেন রোগের কোন সময়টাতে দেয়?

উত্তরদাতা: জ্বরের জন্য এটা (এন্টিবায়োটিক) দেয় না এটা জানি, দেয় হচ্ছে নাপা, এইস দেয় কিন্তু এন্টিবায়োটিক দেয় কিনা এটা আমি জানি না।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, তাহলে ধরেন ডাইরিয়া হলো তখন কি দেয়?

উত্তরদাতা: না ডাইরিয়া হলে দেয় না। এখানে সাধারণত স্যালাইনের পানি এটাই যথেষ্ট আর শরবত দেয় এই পানি জাতীয় কিছু দেয় যেমন- ছিড়ার পানি।

----------২৫:০০

প্রশ্নকর্তা: আপনি যেটুকু আপনার ধারণার মধ্যে আছে সেটা আমি জানতে চাই।

উত্তরদাতা: হুম

প্রশ্নকর্তা: তাহলে এই এন্টিবায়োটিক ঔষধগুলো যেমন জ্বরের জন্যও যদি না দেয় বা ডাইরিয়ার জন্যও যদি না দেয় তাহলে এটা কোন রোগের জন্য দেয়?

উত্তরদাতা: এটা আমি ঠিক মনে করতে পারছি না মনে হয় এটা কঠিন অসুখের জন্যই দেয়।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, অসুখের কোন পর্যায়ে এটা দিতে পারে? আপনার কি মনে হয়, এরকম হয়তো আপনি দেখেন নাই কিন্তু কাউকে দেখেছেন?

উত্তরদাতা: হুম, আমি এন্টিবায়োটিক খেয়েছিলাম এই হাতের জন্য মানে ব্যথার জন্য দিয়েছে রোলাব আর...

প্রশ্নকর্তা: রোলাব?

উত্তরদাতা: রোলাব দিয়েছিলো এন্টিবায়োটিক দিয়েছিলো আর পড়ে গিয়ে হাতটা যখন ভাঙ্গলো তখন কেটে গেছিলো আমার ওই কাটার জন্য আমাকে একটা এন্টিবায়োটিক দিয়েছিলো।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা।

উত্তরদাতা: ডাইবেটিস তো মানে কাটা শুকানোর জন্য এটা দিয়েছিলো সেই এন্টিবায়োটিকটা।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। এটা কিভাবে বুঝলেন যে এটাই এন্টিবায়োটিক?

উত্তরদাতা: ডাক্তারই বলেছিলো।

প্রশ্নকর্তা: ও,

উত্তরদাতা: আবার আমার সাহেবও বলেছে এটা এন্টিবায়োটিক। এটা খালি পেটে খাওয়া যাবে না এটা নাশতা করার পর খেতে হবে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। দিনে কতগুলো করে খেয়েছেন?

উত্তরদাতা: আমি দিনে সকালে নাশতা খাওয়ার পর খায়ছি আর রাতে খায়ছি।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, সকালে আর রাতে খাওয়ার পরে।

উত্তরদাতা: হু, খাওয়ার পরে।

প্রশ্নকর্তা: এটা কত দিন খেয়েছেন?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক খায়ছি মোট ১৪টা।

প্রশ্নকর্তা: দিনে দুইটা করে হলে ৭ দিন খায়ছিলেন?

উত্তরদাতা: হুম, ৭ দিন খায়ছিলাম।

প্রশ্নকর্তা: এই এন্টিবায়োটিক তো আপনি নিজেও খেয়েছেন যেহেতু এটা শরীরে কিভাবে কাজ করে?

উত্তরদাতা: আপু এটা খাওয়ার পরে এটা খুবই ইয়ে লাগতো, কেমন যেন লাগতো, মাথাটা ঘুরাতো, চোখ ঝাপসা লাগতো এবং মাথার ভিতর অনেক যন্ত্রনা করতো আর আমার ডাইবেটিসের জন্য মনে হয় ঔষধটা আমার শরীরের সাথে মিলতো না। এই ঔষধটা খাওয়ার পরে কষ্ট পাইছিলাম। তখন আমার সাহেব (স্বামী) আমাকে বলেছিলো, এই এন্টিবায়োটিক ঔষধটা খাওয়ার পরে এমন লাগতেছে, এটা খুব কড়া ঔষধ আর এটা খুব পাওয়ারের ঔষধ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। এই ঔষধটা যেজন্য খেয়েছেন সেটা কিভাবে কাজ করেছে?

উত্তরদাতা: কাজ করেছে তাবে এত তাড়াতাড়ি না ধীরে ধীরে কাজ করেছে, শুকায় গেছে, এখন আর নাই।

প্রশ্নকর্তা: এটা কত দিন আগে হবে?

উত্তরদাতা: এটা ওই যে হাত ভাঙ্গছিলো সেদিন থেকে মানে ওই দিন কেটে গেছিলো, এক মাস পুরো হচ্ছে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, পুরো এক মাস হইছে। এটা একটু বলেন এই যে এন্টিবায়োটিক ঔষধগুলো কিনতে গিয়ে কি প্রেসক্রিপশন দিতে হয়? ওই ফার্মাসিতে যেহেতু আমরা ঔষধ কিনি ফার্মাসি থেকে?

উত্তরদাতা: হু, প্রেসক্রিপশন দেখিয়ে আমরা ঔষধ আনি, প্রেসক্রিপশন ছাড়া ঔষধ কিনি না।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, এন্টিবায়োটিক ঔষধ কিনার জন্য প্রেসক্রিপশন লাগে কি না?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ, প্রেসক্রিপশন তো অবশ্যই লাগে আর প্রেসক্রিপশন ছাড়া তো কোন ঔষধই কিনা যাবে না।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা।

উত্তরদাতা: যদি অসুখের নিয়মগুলো স্যারেরা বুঝে মানে ডাক্তাররা বুঝে তখন তারা যদি বুঝে যে রোগীকে আমার এন্টিবায়োটিক ঔষধ দিতে হবে, তখন যদি লিখে দেয় আর তখন তো আমরা কিনবোই। আর শুধু আমি না আর অন্য মানুষও প্রেসক্রিপশন দেখেই ঔষধ কিনবে।

প্রশ্নকর্তা: ও। আপনার নিজের নির্দিষ্ট কোন এন্টিবায়োটিক আছে যেটাকে আপনি মনে করেন এটা আপনার শরীরের জন্য ভাল এবং ডাক্তার এটা না দিয়ে এটা দিলে ভাল করতো। এরকম কোন এন্টিবায়োটিক আপনার পছন্দ আছে?

উত্তরদাতা: না আপু না। ডাক্তার আমাকে যেটা দিবে বা আর অন্য মানুষের যেটা দিবে সেটা কিনে কিনা জানি না তবে আমাকে যেটা দিবে আমি সেটা কিনে খায়।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। আপনার নির্দিষ্ট কোন পছন্দ বা ধরেন আমি অনেক দিন থেকে এই এন্টিবায়োটিকটা এই রোগের জন্য সব সময় খায় এরকম?

উত্তরদাতা: আমার জানামতে, আমি কোন ঔষধ নিজস্বভাবে কিনি না আবার খায়ও না।

প্রশ্নকর্তা: হুম।

উত্তরদাতা: আর ঔষধের নামও তেমন জানি না। যেটুকু স্যাররা লিখে দেয় ওটুকুই আমি জানি।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, তারমানে হচ্ছে আপনার কোন পছন্দ নেই আর ডাক্তার যেটা দেয় সেটা আপনি খান।

----------৩০:০১

উত্তরদাতা: ওই রকমই।

প্রশ্নকর্তা: হাত কেটে যাওয়ার জন্য এন্টিবায়োটিক ঔষধ একটা খায়ছিলেন সেটা এক মাসের মত হবে, তো এটা খাওয়ার পরে আপনার কেমন লাগছে? দামটা কেমন ছিলো?

উত্তরদাতা: দাম জানি না যেহেতু সাহেব কিনে আনছে তো আর ওই যে বললাম মাথা ঘুরায়ছে, চোখে ঝাপসা লাগছিলো, অস্তিরতা লাগছিলো, মাথা খুব যন্ত্রনা করেছিলো।

প্রশ্নকর্তা: এটা খাওয়ার পরে আপনার অনুভুতি কেমন? খুশি লাগছিলো কিনা?

উত্তরদাতা: না না, তখন ভাল লাগছিলো না। এন্টিবায়োটিক ঔষধটা খাওয়ার পরে ওইযে কেমন যেন ভাল লাগতো না, কেমন যেন যন্ত্রনা করতো।

প্রশ্নকর্তা: এজন্য ভাল লাগে না?

উত্তরদাতা: হুম, এজন্য ভাল লাগে না।

প্রশ্নকর্তা: আপনার কাটা ঘা তো শুকায়ছে? এজন্য কেমন লাগছে?

উত্তরদাতা: শুকায়ছে, এজন্য ভাল লাগছে, যেহেতু আমার ডাইবেটিস ক্ষতটা বেশি হলে সমস্যা ছিলো। আল্লাহ্ যদি কিছু করে সেটা তো একটা বিপদ।

প্রশ্নকর্তা: হু

উত্তরদাতা: এজন্য টেনশনে ছিলাম, ওই এক মাসে আমি কোন মিষ্টি ফল খায়নি, আর ডাইবেটিসে তো মিষ্টি জাতীয় জিনিস একটু কম খেতে হয়। ওই এক মাসে আমি কিছু খায়নি দু ধপর্যন্ত খায়নি, কাঠাঁল, আম কিছু খায় নি। ওই কাটার জন্য মাছ পর্যন্ত খায়নি যদি না শুকায় তাই।

প্রশ্নকর্তা: কি?

উত্তরদাতা: ওই দেশ-গ্রামে মা-বোনেরা বলে আমি বিশ্বাস করি না, কুসংস্কার আরকি, ওরা বলে মাছ খেলে ঘা তাড়াতাড়ি শুকায় না।

প্রশ্নকর্তা: এজন্য...

উত্তরদাতা: এজন্য মাছটাও আমি ওই সময় খায়নি।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। এই ঔষধের দাম বললেন জানেন না, কোন কিছু কি ধারণা করতে পারবেন কত টাকা লাগছিলো ওই সময়?

উত্তরদাতা: উনি বলেছে যে অনেক টাকারই ঔষধ লাগছে মোট আমার। অনেক ঔষধ খেতে হয়েছে তো এই হাতের জন্য এবং কাটার জন্য। সব মিলে মনে হয় আমার ৫-৭ হাজার টাকা লাগছিলো। মানে উনি এ কথা আমাকে বলেছে আরকি। ছেলে মানুষের কথা বিশ্বাস নাই বোন বাইরে এক কথা বলে আর ঘরে এক কথা বলে (হেসে)। আজকাল ছেলেদের বুঝা যায় না যতই সংসার করি ছেলেদের মন বোঝা বড় কঠিন। বুঝছেন?

প্রশ্নকর্তা: হু হু

উত্তরদাতা: উনারা ঘরের রূপটা এক রকম আর বাইরের রূপটা আরেক রকম। আর এই ইনজ্ঞিনিয়র মানুষ বেশি চালাক হয়, এরা সত্যি কথা বলে না। আমার কাছে এক কথা বলবে আর অন্যেও কাছে আর এক কথা বলবে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, আপনাকে বলেছে ৫০০০ টাকার মত লাগছে।

উত্তরদাতা: হুম।

প্রশ্নকর্তা: এই যে হাতের জন্য যে ঔষধ খেলেন, এই যে এন্টিবায়োটিক ঔষধ যে খেলেন এখন কি সুস্থ আছেন?

উত্তরদাতা: এখন মোটামুটি আছি। গতকাল হাত খুলে নিয়ে আসছি এবং ডাক্তার বলেছে ব্যথা তো করবে যেখানে ভাঙ্গছে সেখানে ব্যথা করবে না অন্য জায়গায় ব্যথা করবে। কিছু দিন গরমপানির শেক দিতে বলেছে, দিনে তিন বার আর একটু একটু করে কাজ করতে বলেছে ডান হাতে বেশি করে।

প্রশ্নকর্তা: হু হু

উত্তরদাতা: আর বলেছে নড়াছড়া সবসময় করতে, হাতের ব্যয়াম করতে বলেছে তাহলে কিছু দিনের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু আসার পর থেকে শেক দিচ্ছি কিন্তু কোন কাজই করতে পারছি না আর ব্যথাও কমছে না। তাই ব্যথার জন্য আমি নিজেই একটা রোলাব ছিলো সেটা খায়ছি ব্যথা কমে নাকি একটু দেখি যেহেতু ব্যথার জন্য ডাক্তার এটা দিয়েছে। সকালে নাশতা খাওয়ার পরে তাই একটা রোলাব খেয়েছি।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। এগুলো কি এন্টিবায়োটিক?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নকর্তা: এগুলো এন্টিবায়োটিক না। এগুলো কি ডাক্তার বলেছে ব্যথা হলে খেতে?

উত্তরদাতা: ব্যথার জন্য দিয়েছিলো আমাকে কিন্তু এটা সব সময় খাওয়া যাবে না মানে একটানা ৮, ১০, ১৫ বা ২০ টা খাওয়া যাবে না ৮-১০টা খাওয়া যাবে কিন্তু ১৫ বা ২০ টা খাওয়া যাবে না। মানে এক টানা খাওয়া যাবে না। কিছু দিন খাওয়ার পরে বাদ দিতে হবে। তখন মনে করেন শরীরের কোন এক জায়গায় ব্যথা করতেছে মনে করেন সেজন্য কয়েকদিন পর পর খায়তে হবে অসুবিধা নেই। এই ঔষধটা আমি প্রায় ১০ দিন বাদ দিয়েছিলাম তাই আমার কাছে কিছু ট্যবলেট ছিলো ৫-৬ টা ছিলো। আর ডাক্তারের কথা আমার মনে ছিলো ব্যথা করলে খাওয়া যায় কিছু দিন পর পর। এভাবে বলেছে মাথা যদি বেশি যন্ত্রনা করে এজন্য কি ঔষধ যেন দেয় ওই পানির সাথে মিক্স করে খেতে হবে। তো আমার মাথা যখন ব্যথা করে এগুলো মাঝে মাঝে খায় আর খাওয়ার পরে দেখি মাথা ব্যধা একটু কমে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা।

উত্তরদাতা: তো আজ আমি সেটা আবার খায়ছি হাতের ব্যথার জন্য যে দেখি আর যদি না হয় তখন ডাক্তারের সাথে আবার কথা বলতে হবে। কাল আমি জিজ্ঞাস করেছিলাম তখন বললো হাতের জন্য আর কিছু খাওয়া লাগবে না শুধু হাতের ব্যয়াম করলে কিছুদিন পরে ঠিক হয়ে যাবে।

প্রশ্নকর্তা: এই যে ঔষধের ২ দিনের ডোজ বা ৩ দিনের ডোজ নিয়ে আসেন মাঝে কি আপনার কোন গ্যাপ যায়?

উত্তরদাতা: গ্যাপ যায় নি কিন্তু দুই এক দিন বলা যায় না হয়তোবা বাদ যেতে পারে, এক দিন হবে দুই দিন হবে না। সকালের ডোজটা হলো না হয়তো সন্ধ্যায় খেলাম, সন্ধ্যায় খাওয়া হয় বেশি আর সকালেরটা গ্যাপ যায় বেশি।

----------৩৫:১৯

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা।

উত্তরদাতা: তবে এই এবার দেশে গেলো আমাকে ঔষধ কিনে দিয়ে এর মধ্যে সকালে একদিনের গ্যাপ ছিলো, আবার যখন আসলে তখন সন্ধ্যায় নিয়ে আসলো তখন রাতে খায়ছি।

প্রশ্নকর্তা: কেন বাদ গেছে?

উত্তরদাতা: যে কতগুলো কিনে দিয়ে গেছিলো সেগুলোর মধ্যে থেকে একটা কম ছিলো এজন্য খাওয়া হয়নি।

প্রশ্নকর্তা: তো আপনি যান নাই কেন কিনতে?

উত্তরদাতা: আমি ফার্মাসি তে ঔষধ কিনতে যায়নি মানে যায় না, এই ছোট বাচ্চা নিয়ে ঝামেলা হয় তাই যায় না। আর আমি ঔষধ এসব কিনি না বেশি আমার স্বামী কিনে আনে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, ঔষধ কিনার ব্যপারটা তাহলে উনার থাকে?

উত্তরদাতা: ছেলে মানুষ উনি বুঝে শুনে কিনে নিয়ে আসে আর আমি মেয়ে মানুষ বোন আমরা শিক্ষিতও না আমরা কি কিনতে কি কিনে আসি, কি বলতে কি বলবো। এজন্য আমরা বাইরে যায় না।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা।

উত্তরদাতা: গ্রামের মেয়ে বুঝতেছেন না? আমরা তো শহরের না।

প্রশ্নকর্তা: হু হু

উত্তরদাতা: বেশি দক্ষতা, সবকিছু বেশি এগুলো জানি না, এখন এখানে থাকি কিন্তু আমি তো দেশ-গ্রামের মেয়ে বুঝতে তো পারতেছেন?

প্রশ্নকর্তা: হু। আপনি কি এরকম এন্টিবায়োটিক ঔষধ বাড়িতে রেখেছেন যেটা হয়তো খেয়ে শেষ করতে পারেন নাই যেটা পরবর্তীতে ওটা আবার খাবেন চিন্তা করে?

উত্তরদাতা: না এন্টিবায়োটিক বাড়িতে নেই তবে যেগুলো এখন খায়তেছি, ডাক্তার বলেছে ঔষধ যদি থেকে যায় তুমি পরে খেতে পারো নষ্ট করো না। তো ডাক্তার ক্যালসিয়ামের ঔষধ দিয়েছে, ওই ক্যালসিয়ামের ঔষধটা খায়তেছি আর একটা ট্যাবলেট মনে হয় আছে আজকের রাতের, এটা খেলে সকালে আবার লাগবে।

প্রশ্নকর্তা: আর ওই ব্যথার ঔষধ?

উত্তরদাতা: ব্যথার না শুধু ক্যালসিয়ামের ঔষধ। উনাকে বললাম ঔষধ কিনবেন নাকি? তখন উনি বললেন আর দুই দিন যাক আর দুই দিন পরে আমি আবার এক পাতা ঔষধ কিনে দিবো।

প্রশ্নকর্তা: তারমানে এন্টিবায়োটিক ঔষধ এখন বাড়িতে নেই।

উত্তরদাতা: না, ছিলো খেয়ে শেষ করেছি।

প্রশ্নকর্তা: এই এন্টিবায়োটিক ঔষধের মেয়াদ থাকে না? এই মেয়াদ উর্ত্তীণতার তারিখ বলে এটা সম্পর্কে একটু বলেন? বা এক্সপিয়ার ডেট?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ হ্যাঁ, এরকম ডেট দেখে তো ঔষধ কিনতে হয়, তারিখটা দেখে খেতেও হয়।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা।

উত্তরদাতা: তারিখ শেষ হওয়ার আগে খেয়ে নিই মানে যে রকম তারিখ থাকে এই তারিখের মধ্যে খেতে হবে আর আমি সেই তারিখে শেষ হওয়ার আগে খেয়ে নিই।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা। তারিখ কি লেখা থাকে?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ, লেখা তো থাকেই।

প্রশ্নকর্তা: এটা কি আপনি কখনো দেখেছেন?

উত্তরদাতা: আমি ওটা দেখি নাই কখনো যেহেতু আমার সাহেব দেখে নিয়ে আসে, উনি লেখাপড়া জানা মানুষ আছে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা।

উত্তরদাতা: উনি দেখা যায় ঔষধটা নিয়ে আমার হাতেই দিয়ে দেয়। আমার নিজে নিজে ঔষধ খায়তে হয় না, কোন কোন ঔষধ খেতে হবে সেগুলো একটা একটা নিয়ে আমার হাতে দিয়ে দেয়। আমি নিজে ঔষধটা ভেঙ্গেও খায় না।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। আর মেয়েরটা?

উত্তরদাতা: ওই খাওয়ায় আবার আমিও খাওয়ায়। যখন ও বাসায় থাকে না তখন আমি খাওয়ায়। ওই যে লিখে রাখি বললাম, না?

প্রশ্নকর্তা: হু হু।

উত্তরদাতা: বা শুনে নিই ঔষধটা কখন খাওয়াতে হবে? কত চামচ খাওয়াবো। একটা ঔষধ আছে যে নাপা এইস সেটা গরম পানি ঠান্ডা করে ফুটায়ে এই ঔষধটার ভিতর দিতে হয়। ঠান্ডা করে ঔষধটা খাওয়াতে হয়। ওইটা শুনে নিই তারপর ওভাবে বানায় খাওয়ায়।

প্রশ্নকর্তা: এই এন্টিবায়োটিক ঔষধ খায়লে মানুষের শরীরে কোন ক্ষতি হতে পারে কিনা? কি মনে হয় আপনার?

উত্তরদাতা: ক্ষতি হবে বলতে এটা যদি শরীরে ম্যনটেন না করে, একটা ঔষধ আমি খাচ্ছি ডাক্তার আমাকে লিখে দিয়েছে আমার এই ঔষধটা খেতে হবে কিন্তু ঔষধটা আমার সাথে ম্যাচ করতেছে না তখন ডাক্তারের সাথে কথা বলতে হবে। স্যার আমার এই ঔষধটা ম্যাচ হচ্ছে না তখন তো ডাক্তার ঔষধ পরিবর্তন করে দিতে পারে, এন্টিবায়োটিক ঔষধ তো অন্য ধরনেরও আছে, হয়তো একটা ঔষধ দিয়েছে অন্য ঔষধ কোম্পানি তো আছে সেগুলো থেকে দিতে পারে।

প্রশ্নকর্তা: আপনার কথা মতে এরকম অসুবিধা হয়...

উত্তরদাতা: যেমন আমার এন্টিবায়োটিক ঔষধটা ম্যাচ হচ্ছিলো না মাথা ঘুরায়ছে, চোখে ঝাপসা লাগছিলো আবার প্রচন্ড মাথা যন্ত্রনা ছিলো তখন আমি কথা বলতে চাইছিলাম কিন্তু সেটা আর করিনি কারণ আমার ডাইবেটিস আছে এজন্য হয়তো শরীরে আমার সাথে ম্যাচ করছে না। কয়েকদিন কষ্ট পাইছিলাম এখন তো শেষ হয়েগেছে এখন আর অসুবিধা নেই। তারপরেও ডাইবেটিসের জন্য আমার শরীর সবসময় খারাপ লাগে মাথা যন্ত্রনা করে, মানে মাথা ভালোই থাকে না, সব সময় জ্বর থাকে, বেশি কথা বললে অস্তির লাগে, রাগ লাগে আর কথা বলতে বলতে এক পর্যায় থেকে আরেক পর্যয়ে চলে গেছি। কেমন কেমন পাগল পাগল লাগে, ওই যে বইএ লেখা আছে পরিবারের সবাই ডাইবেটিস হওয়া রোগীর সাথে ভাল ব্যবহার করতে হবে, যা প্রয়োজন হাতে এনে দিবে, এরকম রোগীরা অনেক সময় মানসিক রোগী হয়ে যায়।

----------৪০:২৫

প্রশ্নকর্তা: আপনার বাড়িতে কি হাসঁ, মুরগী কিছু পালেন আপনি?

উত্তরদাতা: দেশে আমার শ্বাশুড়ি আছে...

প্রশ্নকর্তা: এখানে?

উত্তরদাতা: এখানে আমার কিছু নেই। উনি ব্যবসা করে সেটা দিয়ে খায় আমরা।

প্রশ্নকর্তা: এই যে গরু বা হাঁস-মুরগীর রোগ হলে এন্টিবায়োটিক লাগে কিনা সে সম্পর্কে বলতে পারবেন?

উত্তরদাতা: শুনেছি এন্টিবায়োটিক গরুর জন্যও লাগে কিন্তু কোন অসুখের জন্য দেয় সেটা জানি না। তবে শুনেছি গরুর জন্য এন্টিবায়োটিক আছে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। শুনেছে এন্টিবায়োটিক আছে গরুর জন্য কিন্তু কি জন্য লাগে সেটা জানেন না।

উত্তরদাতা: হু, তবে গাভী যখন বাচ্চা হয় তখন যারা ডাক্তার আছে গরুর প্রশিক্ষিত ডাক্তাররা ...দেশ-গ্রামে দেখেছি ইনজেকশন দিয়ে বাচ্চা হওয়ায় আর ঔষধ খাওয়ায় কিনা সেটা বলতে পারছি না।

প্রশ্নকর্তা: গরুর কোন অসুখ হলে কোন ঔষধ দেয় সেটা কি বলতে পারবেন?

উত্তরদাতা: না সেটা বলতে পারবো না।

প্রশ্নকর্তা: তাহলে আমরা এখন প্রায় শেষের দিকে, এন্টিবায়োটিক রেজিসন্টেস সম্পর্কে শুনেছেন?

উত্তরদাতা: এটা মনে হয় কোথাও লেখা আছে, শুনছি মনে হয় কিন্তু এটা কি বা কেন এটা বলতে পারছি না। তবে মনে হয় প্যাকেটের গায়ে লেখা আছে।

প্রশ্নকর্তা: এই এন্টিবায়োটিক রেজিসন্টেস?

উত্তরদাতা: হুম, লেখা আছে মনে হয় ঔষধের প্যকেটে।

প্রশ্নকর্তা: এন্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্টেন্স...

উত্তরদাতা: বা কোম্পানি, কোথাও কোথাও কোম্পানির নামও লিখা থাকে, যেমন- এসিআই কোম্পানি বা অন্য ধরণের কোম্পানি। এটা যে কি সেটা আমি বলতে পারছি না।

প্রশ্নকর্তা: যখন এই ডাক্তাররা মানে আপনাকে যখন ঔষধ দিয়েছিলো ৭ দিনের এন্টিবায়োটিক ঔষধ বা আপনার বাচ্চার জন্যও ঔষধ দেয় ৭ দিনের বা ৫ দিনের দেয় এই ঔষধগুলো যদি কোর্স পুরা না করেন ঠিক ভাবে যেমন- দিনে দুইটা করে খেতে হবে সকালে একটা বা বিকালে একটা করে, এভাবে যদি ঔষধ না খান তাহলে কি হতে পারে?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ হবে তো অবশ্যই। ডাক্তারের কোর্সটা শেষ না করলে তো অসুখ তাড়াতাড়ি ভাল হবে না। এছাড়া পরবর্তীতে দেখা যাবে সেই রোগটা আবার হচ্ছে। হয়তো কিছু দিন ভাল থাকলো আবার দেখা গেলো এই অসুখটা হইছে। নিয়ম যেটা সেটা তো আমাদের মানতেই হবে, ঔষধটা পুরোটাই শেষ করা ভাল। কিন্তু আমরা সেটা করি না, হয়তো আজ অলসতা করে খাচ্ছি না আবার কাল কিনছি না, আবার পরের দিন খাচ্ছি এরকম করি।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা।

উত্তরদাতা: কিন্তু এরকম করা ঠিক না।

প্রশ্নকর্তা: তাহলে আপনি বলতেছেন এটা যদি না করি সমস্যা হইতে পারে যেমন- আবার অসুখটা দেখা দিতে পারে।

উত্তরদাতা: কিংবা এটা হতে পারে তারা তাড়াতাড়ি ভাল হচ্ছে না।

প্রশ্নকর্তা: এরকম দেখা যায়। আর কোন সমস্যা হইতে পারে?

উত্তরদাতা: এই ধরণের তো আর কি বলবো আপু।

প্রশ্নকর্তা: এগুলো আপনি কোথা থেকে শুনেছেন? কিভাবে জানছেন?

উত্তরদাতা: বড়দের কাছ থেকে শুনেছি আবার লেখাপড়া যতটুকু করেছি সেখানে পড়ছি।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা।

উত্তরদাতা: এই কোর্স পুরো না করলে এরকম সমস্যা হইতে পারে।

প্রশ্নকর্তা: তাহলে এই ধরণের সমস্যা ধূর করার জন্য কি করতে পারি? বা আপনি নিজে দুচিন্তাগ্রস্থ কিনা? আপনি তো ঔষধ খাচ্ছেন এবং বাচ্চার জন্য মাঝে মাঝে ঔষধ খাওয়ানো লাগে এই ঔষধ যদি ঠিকমত না খাওয়ায়র জন্য যদি কিছু হয় এরকম কিছু চিন্তা করেন কিনা?

উত্তরদাতা: চিন্তা তো হয়। আমার নিজের অসুখ হলে বা সাহেবের হলে বা সংসারের কারোর হলে বা আত্মীয়-স্বজন কারোর হলে তো একটু টেনশন হয়, খারাপ লাগে। আল্লাহ্ কি করবে না করবে বা ঔষধটা খেলে আমি ভালো হবো কি না বা ঔষধ তো খাচ্ছি তাড়াতাড়ি ভালো হলে ভালো হতো এরকম টেনশন হয়।

প্রশ্নকর্তা: তাহলে এগুলো সমাধান করার জন্য যাতে আমার এই ধরণের সমস্যা না হয় বা অসুখটা আবার যেন ফিরে না আসে, একবারে যেন ভাল হয়ে যায়, এই সমস্যা সমাধানের জন্য কি করা যায়? বা আপনি কি করবেন?

উত্তরদাতা: মানে এই অসুখগুলো যেন না হয়, সেটা বলতেছেন?

প্রশ্নকর্তা: ধরেন অসুখ একটা হলো, ঔষধ দিলো তিন দিনের ঔষধ দিলো কিন্তু আপনি তিন দিনের ঔষধ খেলেন না, আর আপনি বলতেছে তিন দিনের ঔষধ যদি পুরো না করি তাহলে আমার অসুখটা আবার হইতে পারে।

উত্তরদাতা: হ্যাঁ।

প্রশ্নকর্তা: এরকম যেন না হয় তারজন্য কি করা যায়? এই সমস্যাটা সমাধান করার জন্য?

উত্তরদাতা: এটারজন্য পুরো ডোজে ঔষধ খেতে হবে, ডাক্তারের নিয়ম মানতে হবে, ডাক্তার যেটা বলবে বা বড়রা যেট বলবে বা গুরুজনরা যেটা ভাল বলবে সেটাই মানতে হবে বা ডাক্তার যেটা বলবে বা যেটাই লিখবে সেটা মানতে হবে। নিজের কষ্ট হলেও ওভাবে করতে হবে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, তাহলে এটার সমাধান হবে।

উত্তরদাতা: সমাধান হবে বা পরিবর্তন হবে।

প্রশ্নকর্তা: আপনি যে বলেছেন এন্টিবায়োটিক ঔষধ খেয়েছেন ১৪ টা ৭ দিনে খেয়েছেন সেটা কি একসাথে সবগুলো কিনে আনছিলেন নাকি...

উত্তরদাতা: না পুরোটাই একসাথে কিনে আনছি।

প্রশ্নকর্তা: আবার কখনো কি এরকম হইছে যে আপনার মিস গেছে খেতে গিয়ে?

উত্তরদাতা: না বাদ পড়ে নাই তবে ক্যালসিয়ামের ঔষধ একটা বাদ পড়েছে, ওটা হয়তো বা দু ইবা একদিনের গ্যাপ ছিলো। কিন্তু এন্টিবায়োটিক সেটা বাদ পড়ে নাই।

প্রশ্নকর্তা: এই যে দু ইবা এক দিনের কিনে এখন খাচ্ছেন সেটা কি তাহলে ক্যালসিয়ামের ঔষধ?

উত্তরদাতা: হুম।

প্রশ্নকর্তা: ঠিক আছে আপা, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

উত্তরদাতা: আপনাকেও ধন্যবাদ।

----------oooooooo----------